দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৭।৭।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ৭

029

জনমত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজের সমস্যা

১৯৪৮ সনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনসাধারণের উদ্যোগে এবং সাহায্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিগ্রী কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা এবং মহকুমার বাইরের ছাত্র-ছাত্রীরা এতে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেয়ে আসছে। শিক্ষার মানের দিক দিয়েও কলেজটি দেশের একটি অন্যতম উন্নত মানের কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়।

মহকুমার জনগণের দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সনে কলেজটিকে সরকারী কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। সরকারীকরণের পর মহকুমাবাসী আশা করেছিল যে, অতঃপর কলেজটির উন্নয়ন ও সংস্কারসাধন করা হবে। এবং আরো অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এতে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে ১৯৭৯ সনে সরকারীকরণের পর অদ্যাবধি কলেজটি কোন সরকারী অনুদান পাচ্ছে না। ফলে মহকুমার এই একমাত্র সরকারী কলেজটি নানা সমস্যায় ভুগছে। চলতি বছর এ কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তি সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। কলেজটিতে মানবিক বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগে মোট সিট রয়েছে ৩৭৫টি। এ বছর এই তিন বিভাগে ভর্তির জন্য প্রায় ৬৮০ জন ছাত্রছাত্রী আবেদন করেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র সমাজের চাপের মুখে সিটের অধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। কলেজটি যদি সম্প্রসারণ করা হতো তবে প্রতি বছর এতো অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হতোনা।

কলেজের রসায়ন বিভাগের এক তলা ল্যাবরেটরী ভবনটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার করা হচ্ছে না। ফলে এটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। যে কোন সময় ছাদ ধসে পড়ে ছাত্রছাত্রীর প্রাণহানির আশংকা রয়েছে। কলেজের প্রধান দুটি ছাত্রাবাস ১৯৭১ সনে পাকবাহিনী আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর পুরনো টিন দিয়ে ছাত্রাবাস দুটি পুনরায় নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে পুরনো টিন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ফলে বৃষ্টির সময় বৃষ্টির পানি পড়ে ছাত্রদের বিছানা ও বইপত্র ভিজে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে কলেজের বিজ্ঞান ল্যাবরেটরীগুলোতে যন্ত্রপাতি প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের প্রাক্টিক্যাল ক্লাস নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

কলেজে প্রায় ৩২ জন শিক্ষক রয়েছেন। কিন্তু তাদের জন্যে কলেজের কোন নিজস্ব বাস ভবন নেই। ফলে তাদের শহরের মধ্যে ভাড়াটে বাসায় থাকতে হচ্ছে। তাছাড়া কলেজের নিজস্ব কোন ভালো খেলার মাঠ নেই। ফলে খেলাধুলা থেকেও ছাত্ররা বঞ্চিত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজটির এই করুণ অবস্থার জন্য মহকুমাবাসী দারুণ উদ্বিগ্ন। কলেজটিকে অবিলম্বে সরকারী অনুদান মঞ্জুর করার জন্যে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মুহম্মদ মুসা
সহকারী সম্পাদক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী
ব্রাহ্মণবাড়িয়া